18 AUG 1989

তারিখ ..19 AUG 1989
পৃষ্ঠা... 8 ... ৯

দৈনিক সংবাদ

031

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বাতিল গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি দেওয়ার সামিল

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বাতিল করা হয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে পরীক্ষায় ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বন। অভিযোগটা মিথ্যা এমন কথা বলছি না। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা আজকাল দেশের প্রতিটি স্কুল কলেজেই অনাকাঙ্ক্ষিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, ফলে ছাত্র সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেদিক থেকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী কলেজ কোন আলাদা প্রতিষ্ঠান নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলের অসদুপায়কে সম্বল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরীক্ষা বাতিলকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে 'একে পাপ করে দশেরে পায়' এই প্রচলিত বাক্যটাকে বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত সমাজে আমরা কিভাবে মেনে নেই? হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের সবাই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করেছে এমন কথাটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো। আমার জানা মতে এমনও ছেলেমেয়ে ছিল যাদের অনেকেই এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি-তে প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত এবং তাদের অনেকেরই আশা ছিল ডিগ্রীতেও প্রথম বিভাগ লাভ করবে, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে একটা ভাল রেজাল্টের মাধ্যমে। এখানে আরেকটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার ফল বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে তার সাথে বাণিজ্য বিভাগের ছেলেদের মাত্র যোগ ছিল। ঐ সময় কলা কিংবা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের কোন পরীক্ষা ছিল না অথচ ফলাফলের সময় দেখা গেল সব বিভাগই ভুক্তভোগী।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশাসন যেখানে অপরাধী, নিরপরাধী সবাইকে একই মাপকাঠিতে বিচার বিবেচনা করে পরীক্ষার ফল বাতিলের মত এত বড় ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেখানে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের পথ বন্ধ করার মাধ্যমে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারবেন না সেটা তো হতে পারে না। পরীক্ষা চলা সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারটাকে সঠিক পথে বিবেচনা করলে আজকে এতগুলো, ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ত না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজের ব্যাপারে এ ধরনের ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্ত দেয়া অনেকটা গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি দেওয়ারই সামিল বলে মনে হচ্ছে।

এখন মূল কথা হচ্ছে, মাথা ব্যথা করে বলে মাথাটাকে কেটে ফেলে দিলে ব্যথা সারবে না বরং যার মাথা কাটা হবে তাকে এই পৃথিবী থেকে নিঃশেষই করে দেওয়া হবে। অতএব মাথা ব্যথা সারার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসা ও ওষুধের দরকার আর একমাত্র এই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই মাথা ব্যথা সারানো সম্ভব নতুবা না।

মোঃ মমিনুল হক জীবন,
লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়